নারী স্বাস্থ্য, পুরুষদের তুলনায় অনেকটা পৃথক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। নারী স্বাস্থ্যকে কেবল রোগ বা অসুস্থতার অভাব বলা হয়নি।' নারীর স্বাস্থ্য হিসেবে মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারী স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে। স্বাস্থ্যঝুঁকির অভিজ্ঞতা দিন দিন ভয়াবহ হচ্ছে, এমনকি সুবিধাবঞ্চিতরাও এ সমস্যা থেকে দূরে নয়। অভিজ্ঞতা এবং সুবিধাবঞ্চিত সবই আছে। নারী স্বাস্থ্য কেবল জীববিজ্ঞানের অংশ নয়। দারিদ্র্য-কর্মসংস্থান এবং পারিবারিক দায়বদ্ধতার মতো পরিস্থিতিতেও প্রভাবিত হয়। আমাদের মতো দেশগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার অসুবিধার মাত্রা যত বেশি, তত বেশি এর ক্ষতিকর প্রভাব।

পুরুষদের প্রজনন ও জৈবিক স্বাস্থ্যের তুলনায় মহিলাদের স্বাস্থ্যের পার্থক্য অনেক। প্রতিবছর যারা গর্ভাবস্থা ও প্রসবকালীন সময়ে রয়েছেন তাদের প্রায় এক মিলিয়ন নারী মৃত্যুঝুঁকিতে থাকে। শুধু স্বাস্থ্যসেবার পার্থক্যের কারণে উন্নয়নশীল আর উন্নত দেশগুলোর মাতৃমৃত্যুর পার্থক্য অনেক। অপ্রজননজনিত যেসব রোগ রয়েছে, যেমন কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজের চেয়ে গর্ভাবস্থার প্রি-একলাম্পশিয়ায় মৃত্যুহার বেশি। যৌন সংক্রমণেও প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও মেয়েশিশুর মারাত্মক পরিণতি দেখা যায়। নবজাতকের মৃত্যু, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজন, বন্ধ্যাত্বর পাশাপাশি অপরিকল্পিত গর্ভাবস্থা এমনকি গর্ভপাতের মতো অবস্থাগুলোতেও নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা জরুরি।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ষান্মাষিক অথবা বাৎসরিক চেকআপের গুরুত্ব অনেক। নারীদের সাধারণ ক্যান্সার ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ঝুঁকি থাকে। যেগুলোর সাধারণ লক্ষণ শ্বাসকষ্ট, যোনি থেকে রক্তপাত হয়, অপরিমিত যোনিস্রাব, ক্লান্তি, ওজন হ্রাস পায়, যোনিপথে চুলকানি হয়, কখনো